বিশখালীর বাঁকে

সিকদার মনজিলুর রহমান

নারকেল-সুপারী বন বীথির ছায়া ঘেরা বলেশ্বর নদীর তীর ছোয়া সবুজ শ্যামল গ্রাম টেংরাখালী। এ গ্রামেরই মোড়ল ফেলু সিকদার। আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রতিযোগিতায় মাঠে নামাবার চিন্তা ভাবনায়ও এলাকাবাসীর মাঝে মধ্যে বারান্দায় ভীড় জমায়। এলাকার মোড়ল মাতুব্বরের কোনোটায়ই উৎসাহ নেই ফেলুর। তার অবর্তমানে কে ভোগ দখল করবে তার জায়গা জমি সম্পত্তি, কে হবে তার উত্তরাধিকারী? তার কোনো সন্তান নেই। পাড়ার দুষ্ট ছেলেরা মাঝে মধ্যে দূর থেকে আটখুড়ো মোড়ল বলে বিদ্রুপ করে। সে তিরস্কার নিরবে সহ্য করতে হয় তাকে। তাই তো একে একে চারটি বিয়ে করলেন। কোনো স্ত্রীর গর্ভে একটি সন্তানও এলো না। শরীয়তে আছে একত্রে চারটির অধিক স্ত্রী থাকতে পারবে না। সন্তানের আশায় আর তো বিয়ে করা যায় না! তা হলে সন্তানের মুখ কি তিনি দেখতে পারবেন না? নিরাস হলেন সে আকাংখা থেকে। অনেক ডাক্তার-কবিরাজ, ওঝা-বৈদ্য, মুন্সি মাওলানার তদবীর পরামর্শ নিল সন্তান লাভের আশায়। না জানি কার পরশে নাকি সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমতে ছোট স্ত্রীর গর্ভে এলো একটি মেয়ে, পরীর মত সুন্দরী আর চাঁদের মত ফুটফুটে। তাই তো বড় বৌ সখ করে নাম রাখে চাঁদ সুলতানা রূপা।

হাটি হাটি পা পা করে মেয়েটি বড় হতে লাগল একটু বড় হলেই গ্রামের স্কুলে ভর্তি করে দিল। রূপা সেবার ক্লাশ এইটের ছাত্রী। মেয়ের লেখা-পড়ার সাহায্যের জন্য একজন গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন দেখা দিল। সিকদার সাহেব খোঁজ করলেন স্কুল বা কলেজগামী একটি ছাত্রী যে তাদের বাড়িতেই থাকবে এবং তার মেয়ের লেখা-পড়ায় সাহায্য করবে। আশানুযায়ী কোন ছাত্রী না পেয়ে অবশেষে মাহমুদ হাসান নামের কলেজ পড়ুয়া এক ছাত্রকে তার গৃহ-শিক্ষক রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। পাশের গ্রামেই হাসানের বাড়ি। দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তান। যেমন মেধাবী, তেমন ভদ্র। হাসান সে বছর ফার্ষ্ট ডিভিশানে এসএসসি পাশ করে কচুয়া কলেজে ভর্তি হয়েছে। রূপা সবেমাত্র কৈশোরের বেড়া ডিঙিয়ে যৌবনে পা ফেলেছে। যৌবন সৌন্দর্য কানায় কানায় হিল্লোলিত। স্বাস্থ্যজ্জ্বল দেহবয়, দুধে আলতা মেশানো গায়ের রং, মেঘবরণ সূদীর্ঘ কেশরাশী। যে কোনো যুবকের নজর কেড়ে নেওয়ার মত দেহের গঠন। গৃহ শিক্ষক মাহমুদ হাসানের কথাবার্তা আলাপ ব্যবহার সে যেন আস্তে আস্তে অন্য জগতের আলো দেখতে শুরু করেছে। হাসানকে না দেখলে সে এক মুহূর্ত থাকতে পারে না। ইতিমধ্যে তাদের মাঝে প্রেমের অংকুর ও প্রস্ফুটিত হয়েছে কেউ উপলব্ধি করতে পারে নি।

হাসানের ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষা সন্নিকটে। পড়া লেখা নিয়ে খুবই ব্যস্ত। যেদিন হাসান রূপাদের বাড়ি এসেছে সেদিন থেকেই তার লেখা পড়ার যাবতীয় ব্যয় বহন করছে রূপার বাবা।

এরই মধ্যে পরীক্ষার দিন এসে গেল। আগের দিন বাড়িতে গিয়ে বাবা মার আশির্বাদ নিয়ে এসেছে। পরীক্ষার দিন সকাল সকাল তৈরী হয়ে রূপার মায়ের আশির্বাদ নিয়ে যখনই দরজা দিয়ে পা বাড়িয়েছে তখনই ছোট্ট করে ডাক আসে “হাসান ভাই” ফিরে তাকায় হাসান, দেখে রূপা তাকে হাত ইশারায় কাছে ডাকছে। কাছে যেতে না যেতেই রূপা হাসানের পকেটে একশ’ টাকার একটা নোট ঢুকায়ে দিয়ে বলল, এ দিয়ে নাস্তা করবেন। হাসান চলে যায়। যতক্ষণ চোখের আড়াল না হয় ততক্ষণ দোতালায় বেলকনি দিয়ে তাকিয়ে থাকে রূপা।

পরীক্ষা শেষ হয়েছে মাস তিনেক হলো। আজ রেজাল্ট বের হবে, হাসান কচুয়ায় গেছে রেজাল্ট জানার জন্যে। কয়েক সাবজেক্টে লেটার মার্কসহ এবারও ফার্ষ্ট ডিভিশান পেয়েছে সে। খবরটা জানাবার জন্য হাসান ছুটে এসেছে রূপার কাছে। হাসানের রেজাল্ট রূপা জেনেছে সে তাদের বাড়িতে পৌছুবার পূর্বেই। এমন একটা সাফল্যের খন্ন কি চাপা পড়ে থাকে? বাতাসের আগেই ছড়ায়। রূপা জানত যে, এ সংবাদ নিয়ে হাসান নিশ্চয় ছুটে আসবে তার কাছে। তাই সে পোশাক পরিচ্ছেদে পরিপাটি হয়ে সেজে হাসানের প্রতিক্ষা করছে। অতি মূল্যবান মিহী শাড়ী, হাত পেট কাটা ব্লাউজ পড়েছে শাড়ীর রংয়ের সাথে রং মিলায়ে। শাড়ীর আঁচলটা কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে ফেলে অধরে লিপষ্টিক লাগিয়ে চম্পাকলী আঙুলের নখগুলোতে নেইল পলিশ মাখিয়ে বাম হাতের

নিটোল কব্জীতে ছোট্ট একটি ঘড়ি বেঁধে কণ্ঠে জড়িয়েছে চিকন সরু একটি চেইন যার লকেটের মাঝখানে উজ্জ্বল একটি কৃপণতা করেনি সে। আরো সঙ্গে নিয়েছে এক তোড়া রজনীগন্ধা।
হাসান ঠিকই ছুটে এসেছে রূপার কাছে। হাসান কাছে আসতে না আসতেই অভিনন্দনের বার্তা জানিয়ে রজনীগন্ধার তোড়াটি তার দিকে এগিয়ে ধরলো।
হাসান বলে উঠল, কি ব্যাপার?
তোমায় অভিনন্দন জানালাম, হাসান ভাই।
ফুলের তোড়া নিতে নিতে হাসান বলল, যা কিছু গৌরব সব তো তোমারই। ফুল দিয়ে যে আমাকে বেঁধে ফেললে রূপা! বাঁধতেই তো চাই তোমাকে আমার জীবনে সব চেয়ে বড় সত্য যে তুমি। আমি তুমি দু'জনে নতুন জীবন রচনা করতে চাই বলে রূপা হাসানকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে একান্ত আপন করে। বাহুবন্ধনে আবদ্ধ থেকেই হাসান বলল, "সে আশা আমারও ছিল রূপা। তোমার মত মেয়ে দ্বিতীয়টি আমার চোখে পড়েনি। অন্য যত সব মেয়ে দেখি বাইরে ভদ্রতার মুখোস পড়ে সোচ্চার করে বেড়ায় তুমি এতবড় ধনী লোকের ঘরে জন্ম নিয়েও এতটুক অহংকার নেই তোমার। সত্যিই তুমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তোমার সাথে তুলনা হয় না কারো।" হাসান রূপাকে নিবিড় করে কাছে নিয়ে অধরে দু'টি কিস্ একে দিল। সে বেড়িয়ে পড়ল রূপার মায়ের সাথে দেখা করতে।
রূপা সেবার ক্লাশ টেনে, এসএসসির ছাত্রী। সে এখন পূর্ণ যৌবনা তাকে পাত্রস্থ করা প্রয়োজন। তার বাবা এ ব্যাপারে ভাবতে লেগেছেন। দু' চারটে পাত্রের খোজ খবরও নিচ্ছেন মাঝে মধ্যে। নারী মহলেও এ নিয়ে কথা হচ্ছে। রূপা তার মাকে বলে রেখেছে, "আপাতত বিয়ে নয়, আগে পরীক্ষায় পাশ, পরে ও ভাবনা ভাবা যাবে।"
অন্যদিকে রূপা ও হাসান বেশ একটা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। হাসান শুধু চিন্তা করতে থাকে রূপার বাবা এ গ্রামের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অন্যতম। আর সে এক দরিদ্র পিতার সন্তান। তারই অনুগ্রহে সে জীবনাতিপাত করছে। তিনি এ সম্পর্ক কখনও মেনে নিবেন না।
রূপা এসএসসি পাশ করেছে। এতদিন সে বলে এসেছে পড়া লেখা শেষ হোক, তারপর বিয়ে। এখনও সে বিয়েতে সম্মতি দিচ্ছে না। কারণ কি? এ নিয়ে অভিভাবকমহল দুশ্চিন্তায় পড়েছে বেশ।
পাত্র একটি ঠিক করে ফেলেছেন। ছেলে এমএসসি পাশ। বাগেরহাট পি, সি কলেজের প্রফেসর। বাড়ীর আর্থিক অবস্থা ভালো। বাবা ব্যবসায়ী মোটা টাকা ব্যবসায়ে খাটাচ্ছেন। বংশ বুনিয়াদিও ভালো। সমাজে তাদের উঁচু স্থান। সুযোগ বুঝে সিকদার সাহেব একদিন রূপাকে বলল, "আমরা বুড়ো হয়ে গেছি মা, সংসারে বোঝা আর কত দিন আমাদের দ্বারা বওয়াবে? বিয়ে করে তুমি সুখী হও। তোমার সংসার তুমি নিজেই গুছিয়ে নাও।"
কতক্ষণ চুপ করে থেকে রূপা বলল, "আপনারা আমাকে সুখী দেখতে চান আব্বা?"
কতকটা বিস্মিত হয়ে সিকদার সাহেব বললেন, শোন মেয়ের কথা, সুখী দেখতে চাই মানে? তোমার সুখের জন্যই তো এতসব, তোমার মুখে হাসি ফুটলে আমরা আনন্দ পাব, নিশ্চিত হতে পারব।
এবারে রূপা বলল, "আমার সুখই যদি চান তা হলে আমার মতের উপর ছেড়ে দিতে আপত্তি আছে?"
আহা আপত্তি থাকবে কেন? তোমার মত ছাড়া কি কিছু হবে? তবে সেই মতটাই তো জানতে চাই। পাত্র আমাদের পূর্বেই নির্দিষ্ট হয়ে আছে। বড় ভালো ছেলে। কলেজের প্রফেসর কাজী কায়সার। ওবায়দুল্লা কাজীর একমাত্র ছেলে। ফকিরহাটে তাদের বাড়ি। কথা প্রায় ফাইনাল, এখন তোমার মতামতটা পেলেই আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারি, বললেন রূপার বাবা।
বাবার কথা শুনে রূপার মুখটা মলিন হয়ে গেল। সারা বিশ্বের বিষাদ কালিমায় তার মুখ ছেয়ে গেল। অনেকক্ষণ মুখ থেকে কোনো কথা বের হলো না রূপার। ক্ষণকাল নীরবতার পর রূপা বলল, আমার মতের উপর যদি ছেড়ে দেন, তাহলে ঐ ছেলের সাথে বিয়েতে আমি রাজী নই।
সিকদার সাহেবের মাথায় যেন আসমান ভেঙে পড়ল। কায়সারের মত ছেলেকে অপছন্দ করবে এমনটি তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি। কতক্ষণ পরে বললেন, কায়সারের মত একটি ভদ্র, শিক্ষিত ছেলে আমার চোখে পড়ে না। একটু থেমে পুনরায় তিনি বললেন, "তবে তোমার নিজস্ব কাউকে পছন্দ আছে তো বলো? জবাবের অপেক্ষায় রূপার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।" আমি মনে মনে একজনকে পছন্দ করে রেখেছি, ধীরে ধীরে

বলল, রূপা। কে সে? তাই তো জানতে চাই? আপনার মন মতো সে নাও হতে পারে। নাম কি? কি করে? কি তার পরিচয়? বলবে তো? ভাব গম্ভীর স্বরে বলল, মাহমুদ হাসান।
হাসান হোয়াট? একি বলছ রূপা? তোমার মাথাটা কি খারাপ হয়েছে! না কি? যে ছেলে আমার করুণায় মানুষ হয়েছে, পৃথিবীর আলোর মুখ দেখেছে, তাকে কিনা দেব মেয়ে! না, এ হতেই পারে না। আমার মুখে তুমি কালিমা লেপন করবে, সমাজে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করবে। এ আমি কখনও সহ্য করব না। তোমার বিয়ে কায়সারের সাথেই হবে। "না, আব্বা না।" মরিয়া হয়ে বলল রূপা।
তবে কি তুমি আমার আভিজাত্য ডুবিয়ে দিতে চাও?
আভিজাত্য আভিজাত্যের কথা শুনে সাপের মত ফোঁস করে উঠল। কি আছে আপনাদের আভিজাত্যের? এই পচা, মেকী ঘুনে ধরা আভিজাত্যের বাধঁনে থেকে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। একটা কৃত্রিমতার আবেষ্টনীর মধ্যে থেকে থেকে দম আমার আটকে আসছে। হাসানের কাছেই আমি মুক্তির খোঁজ পেয়েছি।
এ কথায় সিকদার সাহেব আরো ক্ষেপে গেলেন। রোষ কষায়িত কণ্ঠে বললেন, "আমি বেঁচে থাকতে হাসানের সাথে তোমার বিয়ে হতে পারবে না। বংশ, আভিজাত্যের অমর্যাদা, অপমান আমি কিছুতেই সহ্য করব না। কায়সারের মত একটি সুপাত্র ছেড়ে হাসানের মত একটি হতদরিদ্র ছেলের সাথে তোমার বিয়ে হতে পারে না। তোমার বিয়ে কায়সারের সাথেই হবে।" সিকদার বেরিয়ে পড়লেন।
রূপা নির্বাক হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। হৃদয়ের পুঞ্জীভূত জমান সব বাসনা নির্মূল হতে যাচ্ছে দেখে। বাবার সাথে এমন করে কথা কাটাকাটিতে মনের মধ্যে একটা ক্ষোভের সঞ্চার হলো। শরীর ও মন খারাপ লাগল। অবশেষে উঠে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল।
রূপা ও হাসানের ভালোবাসার কথা কানাকানি জানাজানি হওয়ায় হাসান তার নিজ বাড়িতে মা বাবার কাছে চলে গেছে। এখন খুব একটা রূপার সাথে দেখা হয় না। কিন্তু একে অপরকে ভীষণ ভাবে অনুভব করে। রূপার বিয়ের কথা সব পাকা। আগামী ৫ বৈশাখ দিন ধার্য হয়েছে। রূপা কিংকর্তব্যবিত'ঢ়। জীবনের সব রঙিন স্বপ্ন কল্পনা ব্যর্থ হতে চলেছে। এতদিন যে মানুষটিকে মনের মণিকোঠায় স্থান দিয়েছে সে কোঠা শূন্য হতে যাচ্ছে। তাই সে সেদিন বিকেলবেলা কাজের ছেলে লালুকে দিয়ে ডেকে পাঠায় হাসানকে তাদের বাড়ি।
সন্ধ্যার পরেই হাসান রূপাদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। মলিন মুখ, উস্কো মাথার কেশরাজি। এলোমেলা দেহের বসন রূপার সুন্দর মায়াময় ডাগর হরিণ চোখ দু'টো কেমন ফুলো ফুলো; জড়তায় আচ্ছন্ন রূপা শুয়ে আছে। তাকে শুয়ে থাকতে দেখে হাসান নীরবে ঘরে ঢুকে রূপার পাশে বসল, হাসান রূপার একখানা হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে মায়াভরা, ব্যথাতুর দৃষ্টিতে রূপার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছ রূপা! ডেকেছ কেন তমা?"
হাসানকে দেখে রূপা ক্ষোভে অভিমানে ভেঙে পড়ল। উছলে পড়া বেদনা আবেগ আর্দ্রস্বরে বলল, "তুমি আমার কোথাও নিয়ে চলো হাসান দূরে বহুদূরে। মেকী, কুটিল এ সমাজ হতে বহুদূরে।"
রূপার মুখে সহসা এমন কথা শুনে হাসান অবাক হলো। তার পিঠে আলতো ভাবে একখানা হাত বুলিয়ে হাসান জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে? আমার খুলে বল।"
রূপা হাসানের কাছে বিস্তারিত ব্যক্ত করল।
"এ তো বেশ ভালো কথা। আমি তোমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি, আজ থেকে তুমি ভুলে যাও আমাকে, মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে চেষ্টা কর। তুচ্ছ এক দরিদ্রের জন্য তোমার মা বাবার কাছে অপ্রিয় হবে এটা আমি চাই না। বরং চাই তাদের পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে করে সংসারী হও। মা বাবার আশা পূর্ণ কর, তাদের সুখী কর।"
না, না, কিছুতেই হতে পারে না হাসান।
কেন হতে পারে না?
এ আশা যে পূরণ করতেই হবে হাসান। তোমাকে না পেলে জীবন আমার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে তুমি যে একান্ত আমার বলে হাসানকে বুকে জড়িয়ে ধরে মাথাটি তার বুকে রাখল রূপা।
"না, তা হয়না, রূপা। তোমার মা বাবা তোমার জন্য যা করবেন তোমার জন্য তাই মঙ্গল। তাছাড়া আমিÑ"

মুখের ভাষা কেড়ে নিয়েই রূপা বলে উঠল, “তোমার কাছে আমি উপদেশ শুনব না, বা শোনার জন্যও তোমাক ডেকে পাঠাইনি। আমি যা করতে বলি তা করবে কি না বলো? তা না হলে আমি আত্মহত্যা করব।”
“আত্মহত্যা ! ছিঃ ছিঃ রূপা এমন কথা বলতে নাই। তাতে আল্লাহও বেজার হবেন।”
রূপার সাথে কথোপকথনের পর হাসানের মানসিক অবস্থাটা যেন ভেঙে পড়ল। শেষবধি রূপারও সে সম্মতি দিল।
ঠিক হলো বিয়ের আগের রাত্রে দু’জনে পালিয়ে যাবে। হাসানের কোলে মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে রূপা বলল, আমি তোমার উপর ভরসা করে রইলাম। অবশেষে একবুক আশা নিয়ে পুনরায় রূপাকে একটি চুমু দিয়ে হাসান বাড়ির দিকে রওনা দিল।
আজ ৪ঠা বৈশাখ। আগামীকাল বিয়ের দিন। রাত পোহাবার আগেই পালাতে হবে এ বাড়ি থেকে। মা বাবার মায়া মমতা ত্যাগ করে চলে যাবে দূরে বহুদূরে হয়ত ফিরে আসবে না কোনোদিন এ বাড়ীর আঙিনায়। রূপার মনে আজ দারুণ ব্যথা, বংশ মর্যাদা আর আভিজাত্য নিয়ে ডুবে আছে বাবা। তার ভালবাসার কোন মূল্য নাই বাবার কাছে। সেও পারবে না তার ভালবাসার মানুষটিকে দূরে ঠেলে দিয়ে তার ভালোবাসাকে পদদলিত করতে তাই তাকে এপথ বেছে নেওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ তার কাছে খোলা ছিল না। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মধ্যে দমকা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। হয়ত কালবৈশাখী শুরু হবে।
মেয়ের বিয়ের বেশ আয়োজন চলছে। আত্মীয় স্বজনদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। নিমন্ত্রিত স্বজনেরা বিয়ের দিন সকাল সকাল আসতে শুরু করেছে কিন্তু কারো মুখে হাসি নেই। কারণ, রূপাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রতিবেশী চাচা-ফুফু, মামা প্রত্যেক বাড়িই খোঁজ নেওয়া হয়েছে। কোথাও তার সন্ধান নাই। অন্যদিকে হাসানদের বাড়িতে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে তারও হদিস নেই। এ বার সবে উপলব্ধি করছে, নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে। এরই মাঝে সন্ধ্যা নাগাদ কে যেন বিমর্ষ মুখে একখানি নীল রং এর কাগজে নীল কালীর লেখা একটুকরা কাগজ রূপার মার হাতে দিল। তাতে লেখা ছিলঃ
মা গো, দোষ নিও না। কায়সার কাজীকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে আমি পারব না। হাসানকে মনে প্রাণে স্বামীরূপে গ্রহণ করেছি। তাই ওকে নিয়ে চলে গেলাম। খোঁজা খুঁজি না করা বাঞ্চনিয়। জীবনে কখনো তোমাদের অবাধ্য হইনি, এটাই আমার প্রথম এবং শেষ অবাধ্যতা। বাবাকে সান্ত্বনা দিও.........।
তোমারই হতভাগী
রূপা।
চিঠিটা রূপা বালিশের নীচেই রেখে গিয়েছিল। চিঠি পড়ে তার মা বেহুস হয়ে পড়ল। সবাই তার সেবাশুশ্র“ষায় এগিয়ে এলো। কিছুক্ষণের মধ্যে তার জ্ঞান ফিরল। অন্যদিকে সবাই হাসান ও রূপার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।
হাসান আর রূপা পূর্ব নির্ধারিত নৌকায় চড়ে বলেশ্বরে পাড়ি জমিয়েছে অজানার পথে। কোথায় যাবে জানে না। তবে প্রথমে পিরোজপুর নিকাহ রেজিষ্ট্রি অফিসে গিয়ে নিকাহ রেজিষ্ট্রি করিয়ে ফেলবে। পরে ধরা পড়লেও যাতে তাদের সম্পর্কের হানি না করতে পারে। নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস। কিছু দূর যেতে না যেতেই হিংস্র কালবৈশাখীর মরণ ছোবলের মুখে পড়ে গেল তারা। মাঝী প্রাণপণ নৌকা চালিয়ে তীরে লাগাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। নির্দয় কালবৈশাখী তাদের গ্রাস করে ফেলল। নৌকা ডুবে গেল। অন্যদিকে তাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়া স্বজনরা তাদের না পেয়ে ঝড় বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে সবাই বাড়ি ফিরল। রাত তিনটে নাগাদ ঝড় থামল। প্রত্যুষে সালেক মাঝী এসে খবর জানাল, “গতরাতে হাসান ও রূপা বলেশ্বর বিশখালীর বাঁকে নৌকা ডুবিতে হারিয়ে গেছে। সে ছিল তাদের নৌকার মাঝি। সাঁতরিয়ে নিজের জীবন রক্ষা করলেও তার নৌকা, হাসান ও রূপাকে সে রক্ষা করতে পারেনি। জানে না তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছে; বেচেঁ আছে কি মরে গেছে?
যে যার মত ছুটলো বিশখালীর দিকে। ঝড় শেষে নদীতে জাল ফেলতে আসা জেলেরা হাসান ও রূপার লাশ আবিষ্কার করেছে নদীর চরে। জেলেরা জানাল, “কালবৈশাখীর প্রবল ঢেউ ওদেরকে নদীর চরে ঠেলে নিয়ে এসেছে। নদীর চরে দু’জনই ছিল প্রায় কাছাকাছি। হয়ত একে অপরের কাছে যেতে চেয়েছিল।”

রূপা ও হাসানের আত্মীয় স্বজন সবাই এসে হতভম্ব হয়ে দাড়িয়ে রইল। এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হলো সেখানে। অনেকে রূপার বাবাকে তিরস্কার করতে লাগল। রূপার মা রূপার মাথাটা হাটুর উপর নিয়ে বিলাপ করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন একি করলি মা, তুই একি করলি।
রূপার ছোট মামা তার বোনের উদ্দেশ্যে বলল, বুবু বিলাপ করে আর কি হবে? সর্বনাশ যা হবার তো হয়ে গেছে। উপস্থিত লোকজনের উদ্দেশ্যে তিনি আরো বললেন, "ভাই সব আপনারা দাঁড়ায়ে আর কি দেখবেন? আসুন মৃতদেহ দু'টো নৌকার তুলে বাড়ি নিয়ে সৎকারের ব্যবস্থা করি।" সে লাশ তুলতে এগিয়ে গেলে সঙ্গে আরো কয়েকজন এগিয়ে গেলো।
দূর বহুদূর থেকে মাঝির দরাজ কণ্ঠে ভেসে আসছে

আমারে সাজাইয়া দিও নওশারও সাজন
হইলে পরে মাগো আমার বিয়ারও লগন ....

কচুয়া, বাগেরহাট
০৬/২৩/৮৯